আবারও বাড়তে পারে সাধারণ ছুটি

করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় দেশে চলমান সাধারণ ছুটি আরও বাড়ানো হতে পারে। করোনা সংক্রমণ রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ৩১ দিনের ছুটি চলছে দেশে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমণ রোধে মানুষকে ঘরে রাখতে ছুটি আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। এজন্য ছুটি বাড়ানোর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

এদিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ছুটি বাড়ানোর বিষয়টি পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করছে। তবে টানা ছুটি দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। বিপুল সংখ্যক মানুষকে করেছে কর্মহীন। ছুটি আরও বাড়ানো হলে খাদ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। এখন বোরো কাটার মৌসুম চলছে, এটাই দেশের সবচেয়ে বড় ফসল। বোরো কৃষকের ঘরে তুলতে ছুটির কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় শ্রমিক সংকটে অনেক স্থানে বোরো কাটা যাচ্ছে না। এছাড়া ঈদকে সামনে রেখে ব্যবসায়ীরা কর্মকাণ্ড চালাতে না পারলে অর্থনৈতিক ক্ষতি অনেক বেড়ে যাবে। আর কর্মহীন মানুষকে দীর্ঘদিন ঘরে আটকেও রাখা যাবে না।

এসব কিছু বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেবেন বলে কর্মকর্তারা জানান।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম গতকাল শনিবার গণমাধ্যমকে বলেন, মানুষকে ঘরে রাখতে আমরা স্ট্রিকলি এনফোর্সমেন্ট চাই। করোনা প্রতিরোধে আমাদের প্রধান অস্ত্রই হল-আইসোলেশন এবং দূরত্ব বজায় রাখা। এটা হচ্ছে, তবে আরেকটু স্ট্রিকলি হলে সেটা ভালো হবে। তা না হলে আমরা সংক্রমণ রোধ করতে পারব না। বর্তমানে যে পরিস্থিতি তাতে ছুটি আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। যেভাবে রোগী বাড়ছে ছুটি বাড়ানোর বিষয়ে আমরা সুপারিশ করব।

করোনা নিয়ন্ত্রণে ছুটি কতদিন পর্যন্ত বহাল রাখতে হতে পারে-জানতে চাইলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বলেন, সেটা এখনই বলা যাবে না। সংক্রমণের ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করে সেটা বলতে হবে। বিশেষজ্ঞরা পর্যালোচনা করছেন, অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা দেখছেন।

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□□□ □ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

```
# □□□□□ □□□□□□, □□□□□, □□□, □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□
# □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□
# □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
# □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
```

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□

এ মুহূর্তে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সব নার্সেরই পিপিই প্রয়োজনে বলে মনে করেন তারা।

নার্সরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সদের সমস্যা দেখার জন্য নার্সিং অধিদফতর থেকে করোনা সেল গঠিত হলেও, সেলের কেউ তাদের খোঁজ নেন না। তাদেরকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ (স্বানাপ) ও বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) একাধিক শীর্ষ নেতা জানান, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের নার্সদের আবাসিক ও খাওয়ার সমস্যা দ্রুত নিরসন না করলে করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে।

তারা আরও বলেন, চিকিৎসকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ব্যবস্থা করলেও, নার্সদের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চোইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, খুব দ্রুতই আবাসিক ও থাকা খাওয়ার সমস্যা সমাধান হবে। এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। জাগো নিউজ ২৪

করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৬৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস। ফলে ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২৬৬ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার ৮৩৮ জনে।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক

শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া ধানমন্ডিতে ৩ শতাংশ রোগী পাওয়া গেছে।

ডা. ফ্লোরা জানান, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর বয়স বিভাজনে দেখা যায়, আক্রান্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১ শতাংশ ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী। ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী প্রায় ১৯ শতাংশ এবং ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সী আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশ। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২১ থেকে ৫০ বছর বয়সী মানুষের মধ্যেই সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ। নারী-পুরুষ বিভাজন দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ পুরুষ ও ৩২ শতাংশ নারী আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়।

বুলেটিন উপস্থাপনকালে করোনার বিস্তাররোধে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে। চীন পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিয়ে উঠলেও এখন ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ লাখ ৮৫ হাজার প্রায়। মৃতের সংখ্যা এক লাখ ৪৬ হাজারেরও বেশি। তবে সাড়ে পাঁচ লাখ রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। সবশেষ হিসাবে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ৮৩৮। মারা গেছেন ৭৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি নানা সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ। জাগো নিউজ24

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চিঠিতে বলা হয়, বিতরণ করা খাদ্যশস্যের বস্তা আটক নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সে সম্পর্কে জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহাপরিচালককে অবহিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। কমিটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের সহযোগিতায় ঘটনা তদন্ত করবে। ঘটনার সত্যতা ও এর সঙ্গে জড়িতদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ দুই দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। সূত্র-যুগান্তর

পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষনা

দুই-তৃতীয়াংশ জেলায় নভেল করোনাভাইরাসের দেড় হাজারের বেশি রোগী পাওয়ার পাওয়ার পর গোটা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, “যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। সেহেতু সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ১১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হল।”

এর আগে ৪৩ জেলায় এই পর্যন্ত এক হাজার ৫৭২ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত করার কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনের মৃত্যু ঘটে করোনাভাইরাসে, এই সময়ে আক্রান্ত হন ৩৪১ জন। একদিনে এত বেশি নতুন রোগী আর মৃত্যু বাংলাদেশকে দেখতে হয়নি।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকায় ৫৪৬ জন, নারায়ণগঞ্জে ২১৪ জন, গাজীপুরে ৫৩ জন, চট্টগ্রামে ৩১ জন, নরসিংদীতে ২৮ জন, মুন্সিগঞ্জে ২১ জন, মাদারীপুরে ১৯ জন, কিশোরগঞ্জে ১৭ জন, কুমিল্লায় ১৪ জন; গাইবান্ধা ও জামালপুরে ১২ জন করে, বরিশালে ১০ জন; গোপালগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে ৯ নয় করে করোনাভাইরাসের রোগী পাওয়া গেছে।

এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮ জন, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ৭ জন করে; চাঁদপুর, নিলফামারী ও রাজবাড়ীতে ৬ জন করে; মানিকগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৫ জন করে; বরগুনা, নেত্রকোণা, পিরোজপুর ও রাজশাহীতে ৪ জন করে;

ঝালকাঠি, শেরপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে ৩ জন করে; ফরিদপুর, কুরিগ্রাম, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রংপুরে ২ জন করে এবং চুয়াডাঙ্গা, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী ও সুনামগঞ্জে একজন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে।

ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে ৪৮টি জেলা লকডাউন করেছে প্রশাসন। এর বাইরেও কিছু উপজেলা এবং কিছু অঞ্চলে লকডাউন জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

সুত্র- বিডিনিউজ২৪

মেপ্র/এমএফআর

করোনায় পুরো দেশ ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যুর পরই এ ঘোষণা এল। এ ছাড়া একই দিন রেকর্ড সংখ্যক ৩৪১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করেনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমনে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যুগান্তর

রমনার বটমূলে পরের বার আমরা দ্বিগুণ হব

রমনার অশ্বত্থমূলে সেই ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানট আয়োজন করে আসছে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। বাংলা নতুন বছরের প্রথম সূর্যের আলো ফোটার ক্ষণটিতে সমবেত কণ্ঠে শিল্পীরা প্রতিবছর গেয়ে ওঠেন আবাহনী গান। শুরুতে আয়োজনটা ছোটই ছিল। ষাটের দশকে তোলা রমনা বটমূলের বর্ষবরণের আয়োজনের সাদাকালো ছবিতে দেখা যাচ্ছে কুড়িজনের মতো শিল্পী, সনজীদা খাতুনের হাতে হারমোনিয়াম, কিন্তু দর্শকশ্রোতার সংখ্যা কম নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন ধাবিত হচ্ছে স্বাধিকার আন্দোলনের স্রোতোরেখা ধরে স্বাধীনতার মোহনায়। মানুষ তাই প্রাণের টানে ছুটে যেত রমনায়।

স্বাধীনতার পর পয়লা বৈশাখ পেল সাধারণ ছুটির দিনের মর্যাদা। ধীরে ধীরে বাংলা নববর্ষ হয়ে উঠল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উৎসবের দিন। আর সারা দেশে হাজার হাজার আয়োজন। ঘরে ঘরে রান্না হচ্ছে বিশেষ খাবার। ধনী–গরিব সবার পরনে সাধ্যমতো নতুন পোশাক; শাড়ি কিংবা পাঞ্জাবি। নদীর ধারে গ্রাম্য মেলা থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের করপোরেট আয়োজন। হালখাতা, লোকসংগীত থেকে শুরু করে কনসার্ট। হাজারো কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত। কিন্তু রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণের আয়োজনই প্রধান আকর্ষণ। একবারই শুধু আয়োজিত হয়নি এই বটমূলের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। ১৯৭১-এ। তারপর, এমনকি ২০০১ সালে জঙ্গিবোমায় মানুষের মৃত্যুও কোনো বছর ছেদ ঘটাতে পারেনি রমনার বর্ষবরণ আয়োজনে।

এবার রমনার অশ্বত্থতলা বিরান। কোনো আয়োজন নেই। মানুষের পদস্পর্শশূন্য উদ্যানের ঘাসগুলো বাড়ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বটের মূলে নদীর কূলে সোনার বাংলার আঁচল বিছানো আছে, সেই ছায়া আছে, মায়া আছে, শুধু মানুষ নেই। ১৪২৭–এর নববর্ষের প্রথম প্রহরে রমনা

পড়ে আছে ধু ধু, সুনসান।

একাত্তরে একটা গান আমাদের বুকে ভরসা জোগাত:
আবার জমবে মেলা বটতলা হাট খোলা
অঘ্রানে নবান্নে উৎসবে
সোনার বাংলা ভরে উঠবে সোনায়
বিশ্ব অবাক চেয়ে রবে।।

মানুষ নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে। আবারও আমরা মুখর হব নবান্নের উৎসবে, নববর্ষ বরণে, স্বাধীনতা দিবসে। ছায়ানটের ৫৩তম বর্ষবরণের আয়োজন রমনার বটমূলে মানুষের উপস্থিতিতে হতে পারল না। ৫৪তম বর্ষে এসে আমরা দ্বিগুণ হব। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা থেকে মুক্তি পেতে বেশি বেশি দোয়া দরুদ পড়ুন: প্রধানমন্ত্রী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে ঘরে বসে মহান আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দোয়া ও মোনাজাত করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রোববার বরিশাল ও খুলনা বিভাগের জেলাগুলোর জেলা প্রশাসক ও জেলার অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এ আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাস সবার জন্যই একটি বিপদ। এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মহান আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দোয়া দরুদ পড়ুন।

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে ঝালকাঠি জেলার একটি মসজিদের খতিব যুক্ত হন।

এ সময় খতিব বলেন, ‘সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ঝালকাঠির সব মসজিদে

জুমার নামাজ ১০ জন পড়েছেন। ওয়াক্তিয়া নামাজেও পাঁচজনের বেশি মুসল্লি রাখা হচ্ছে না। শবে বরাতের নামাজ বাসায় আদায় করেছেন সবাই। আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মহান আল্লাহর দরবারে করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি লাভের জন্য দোয়া করছি। সবাই দেশবাসী ও পৃথিবীর সবার জন্য দোয়া করছেন।’

ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভিডিওতে খতিবের এ বক্তব্যের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনাতেও কারফিউ দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাস থেকে আমরা রক্ষা পাই, দেশ ও সমগ্র জাতি যাতে মুক্তি পায় এজন্য ঘরে বসেই সবারই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। যাতে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন।’

প্রসঙ্গত প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে এ পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৬২১ জন। আক্রান্তদের মধ্যে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩৯ জন।.

সূত্র-যুগান্তর

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।